তারিখ 11 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5
12

দৈনিক বাংলা

097

১ লাখ ৬৬ হাজার ফেল

এইচএসসি'র ফলঃ গড় পাস ৪৪ শতাংশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার পাশের গড় হার ৪৪ দশমিক ১০। এবার চারটি বোর্ড থেকে দু লাখ ৯৭ হাজার একশ ২০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করেছে এক লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন। এক লাখ ৬৬ হাজার ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী পাশ করতে পারেনি।

ঢাকা বোর্ডে পাশের হার ৫৭ দশমিক ৭৫, কুমিল্লা বোর্ডে ৫১ দশমিক ৭০, রাজশাহী বোর্ডে ৩৪ দশমিক ৬২ এবং যশোর বোর্ডে ২৮ দশমিক ৭৯। ঢাকা বোর্ডে পাশের হার সর্বোচ্চ এবং যশোর বোর্ডে সর্বনিম্ন।

চারটি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১২ হাজার চারশ ৮৮ জন প্রথম বিভাগ, ৭৬ হাজার তিনশ ৩৮ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৪২ হাজার দুশ পাঁচ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। এই চারটি শিক্ষা বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের হার মোট উত্তীর্ণদের মাত্র ৯ দশমিক ৫৩ ভাগ।

এইচএসসি পরীক্ষায় এ বছর ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্ররা ভাল ফল করেছে। দু লাখ ১৭ হাজার তিনশ ২০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করেছে ৯৬ হাজার পাঁচশ চার জন। পাশের হার ৪৪ দশমিক

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মেধা তালিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা-তালিকার প্রথম ১০ জনের নাম নিম্নে দেয়া হল:

ঢাকা বোর্ড:

প্রথম: মোহাম্মদ জাহিদ হাসান, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার)

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

জাহিদ হাসান

জাহিদ হাসান ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করেন না

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান বিজয়ী মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ছাত্র-রাজনীতি সমর্থন করেন না।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সাইফুল ইসলাম

সাইফুলের পছন্দ শিক্ষকতা

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী সাইফুল ইসলাম জানান, নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করেই এই সাফল্য পেয়েছেন। তিনি ঠিকভাবে ক্লাস করেছেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

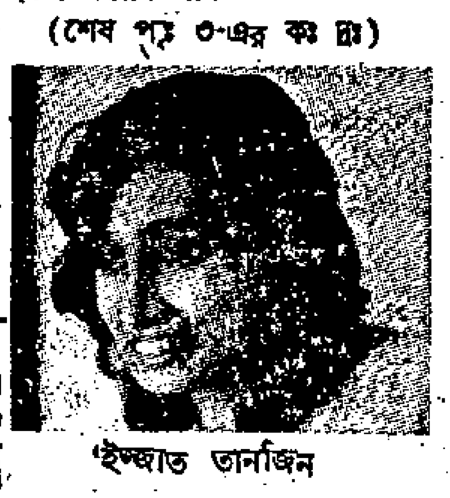
ইস্পাত তানজিন

তানজিনের হবি ছবি আঁকা ও চিঠি লেখা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ইস্পাত তানজিন মনে করেন অধ্যবসায়ই পরীক্ষায় ঈপ্সিত ফল লাভের পূর্বশর্ত। তানজিন ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায়

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সুলক্ষণা শ্যামানাথ

নিরলস শ্রমই শ্যামাকে সাফল্য এনে দিয়েছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

সুলক্ষণা শ্যামা নাথ এবার রাজশাহী বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন। সম্মিলিত মেধা তালিকায়

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

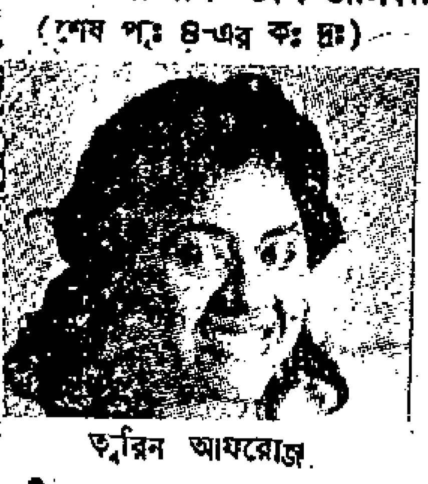
তুরিন আফরোজ

তুরিন আফরোজ সেশন জটের জন্য বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করতে চান

(স্টাফ রিপোর্টার)

তুরিন আফরোজ সেশন জটের কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শরমিলা খান

শরমিলা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হতে আগ্রহী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শরমিলা খানের আশা ছিল মেধা তালিকায় নাম থাকবে। তবে প্রথম হবেন, এতটা আশা ছিল

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি'র ফল

(প্রথম পৃঃ পর)

৪০। অন্যদিকে পরীক্ষার্থী ছাত্রীর সংখ্যা ৭৯ হাজার ৮শ জন। পাশ করেছে ৩৪ হাজার পাঁচশ ২৭ জন। মেয়েদের পাশের হার ৪৩ দশমিক ২৬। তবে ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডে ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। একমাত্র রাজশাহী বোর্ডেই ছাত্রীদের পাশের হার কম।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা-তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। তার রোল নম্বর ঢাকা-৭১৯১। বিজ্ঞানে চারটি বিষয়ে লেটারসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে ৯৫০। কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথমস্থান লাভ করেছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মনোজ আহমেদ নূর। বিজ্ঞানে চারটি লেটারসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯০১। তার রোল নম্বর হচ্ছে ফৌজ-৩৯১৬০। রাজশাহী বোর্ডে সম্মিলিত মেধাতালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তার রোল নম্বর রাজ ক্যাডেট-২৫। বিজ্ঞানে চারটি লেটারসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে চার বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৫৬। যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথমস্থান অর্জন করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ জিয়া হাসান চৌধুরী। বিজ্ঞানে চারটি লেটারসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯১৩। তার রোল নম্বর ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৭।

আলী, বাণিজ্য শাখায় প্রথমস্থান একই কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী হোসেন লাভ করেছে।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে এবার ৬৫ হাজার ৬শ ৫৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাশ করেছে ১৮ হাজার ৯শ ৪ জন এর মধ্যে প্রথম বিভাগে এক হাজার পাঁচশ ২৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ হাজার ৬শ ৭৩ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৭শ ৮ জন। যশোর বোর্ডে পাশের হার সর্বনিম্ন অর্থাৎ ২৮ দশমিক ৭৯। যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা-তালিকায় প্রাধান্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। মেধাতালিকার ২০টি স্থানের মধ্যে এ কলেজের ছাত্ররা একক ও যুগ্মভাবে ১০টি স্থান লাভ করেছে। যশোর বোর্ডে মানবিক শাখায় প্রথম হয়েছে সাতক্ষীরা কলারোয়া কলেজের ছাত্র লক্ষ্মী ভূষন পাল এবং বাণিজ্য শাখায় প্রথম হয়েছে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ জাকির হোসেন।

কলেজ (চারটি লেটার)।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 NOV 1988
পৃষ্ঠা কলাম 5

ঢাকা বোর্ডে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ৭১ হাজার ৪শ ৪০ জন। পাশ করেছে ৫১ হাজার ৯শ ৩৯ জন। ঢাকা বোর্ডে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৪শ ৫৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ৩২ হাজার ৯শ ... জন ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের সংখ্যা ১২ হাজার ৪৩ জন। সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবার ঢাকা কলেজ মোট ২০টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থান একক ও যুগ্মভাবে ঢাকা কলেজের ১৪ জন ছাত্র লাভ করেছে। এর পরেই রয়েছে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। এ কলেজের ছাত্ররা সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় তৃতীয় ও দ্বাদশ স্থান এককভাবে এবং ষোড়শ স্থান যুগ্মভাবে দখল করেছে।

ঢাকা বোর্ডে এবার মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে হলিক্রস কলেজের ছাত্রী তুরিন আফরোজ। বাণিজ্য শাখায় প্রথম স্থান পেয়েছে ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের ছাত্রী শরমিলা খান।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ৬৫ হাজার ৫শ ৪ জন। পাশ করেছে ৩৩ হাজার আটশ ৬৬ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ... হাজার ৬৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৮ হাজার ৮শ ২৫ জন ও তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১২ হাজার ৯শ ৭৭ জন। কুমিল্লা বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় এবার প্রাধান্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। সম্মিলিত মেধাতালিকার ২০টি স্থানের মধ্যে এ কলেজের ১৪ জন ছাত্র ১৩টি স্থান একক ও যুগ্মভাবে দখল করেছে। কুমিল্লা বোর্ড এবার মানবিক শাখায় প্রথম স্থান লাভ করেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আহমদ। বাণিজ্য শাখায় প্রথম স্থান পেয়েছে একই কলেজের মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। এছাড়া কৃষি বিজ্ঞান শাখায় আখাউড়া শহীদ স্মৃতি কলেজের ছাত্রী হোসনে আরা বেগম প্রথম স্থান লাভ করেছে।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ৭৬ হাজার ১৭ জন। পাশ করেছে ২৬ হাজার ৩২২ জন এর মধ্যে প্রথম বিভাগে এক হাজার ১শ ৪৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৩ হাজার ৯০১ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ১০ হাজার ৪শ ৭৭ জন। সম্মিলিত মেধাতালিকায় এবার প্রাধান্য লাভ করেছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও রাজশাহী কলেজ। সম্মিলিত মেধাতালিকার ২০টি স্থানের মধ্যে একক ও যুগ্মভাবে উভয় কলেজের ছাত্ররা ৯টি করে স্থান লাভ করেছে। রাজশাহী বোর্ডে মানবিক শাখায় প্রথম স্থান লাভ করেছে রাজশাহী কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ

তুরিন আফরোজ

(প্রথম পৃঃ পর)

পড়তে আগ্রহী নন। সুযোগ পেলে বিদেশে গিয়েই উচ্চশিক্ষা নিতে চান।

তুরিন ঢাকা বোর্ডের কলা শাখায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। তবে তুরিন এসএসসিতে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করেন।

শাখা পরিবর্তন সম্পর্কে তুরিন জানান আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী বলে এই পরিবর্তন।

তুরিনের একজন অংকের প্রাইভেট টিউটর ছিল সারা বছরের জন্যে। বাকী পাঁচটি বিষয়ে কয়েক মাস করে শিক্ষকদের বাসায় ব্যাচ করে পড়েছেন।

তুরিন সঙ্গীত বিতর্ক এবং লেখালেখি চর্চা করেন। বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন।

তুরিন ভবিষ্যতে আইন ব্যবসায় এবং রাজনীতি করতে চাইলেও ছাত্র রাজনীতির বিরোধী।

তুরিন আফরোজের বাবা জনাব তসলিমউদ্দিন আহমদ হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্সেস। মা শামসুন নাহার ইসলাম গৃহবধূ।

শরমিলা

(প্রথম পৃঃ পর)

না।

ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য শাখার মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছেন শারমিলা। ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের ছাত্রী শরমিলা দু'টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৭৭৩ নম্বর পেয়েছেন। এসএসসিতে শরমিলার রেজাল্ট ছিল একটি লেটারসহ প্রথম বিভাগ।

শরমিলা বিএ পাস কোর্সে পড়ে ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রশাসন অথবা চার্টার্ড একাউন্টেন্সীতে উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী। শরমিলা খানের বাবা মরহুম ইসমাইল খান। মা মিসেস জাহানারা ইসমাইল শিপিং কর্পোরেশনে চাকরিরত।

মেধা তালিকা

(প্রথম পৃঃ পর)

দ্বিতীয়: আশিকুর রহমান মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) তৃতীয়: সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) চতুর্থ: ইস্পাত তানজিন, হলিক্রস কলেজ (চারটি লেটার) পঞ্চম: হাসিবুর রহমান, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) ষষ্ঠ: অলক সুরেশ্বর, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) সপ্তম: মোহাম্মদ এহসানুল করিম, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) অষ্টম: মীর শরিফুল আজম, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার) ও আয়েশা তাহমিনা হক হলিক্রস কলেজ (চারটি লেটার) নবম: মোহাম্মদ এনামুল আমিন, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) দশম: মোহাম্মদ হাসান সরওয়ার ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) ও এ এইচ এম জাহিরুল ইসলাম, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ (চারটি লেটার)।

কুমিল্লা বোর্ড:

প্রথম: মনোজ আহমদ নূর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) দ্বিতীয়: হাসিব মোহাম্মদ শাকুর, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) তৃতীয়: ইকবাল মুর্শেদ কবীর, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) চতুর্থ: আখতার শহীদ, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) পঞ্চম: রায়হান কিবরিয়া, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) ষষ্ঠ: আবুল কালাম সারোয়ার সিলেট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) সপ্তম: মোহাম্মদ এনামুল খালেক কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (চারটি লেটার) ও আলাউদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম কলেজ (চারটি লেটার) অষ্টম: আবু খালেদ মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), নবম: আবু ঈসা মোহাম্মদ মাঈনউদ্দীন, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) দশম: মোহাম্মদ মাজহার-উল-ইসলাম, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার)।

রাজশাহী বোর্ড

প্রথম: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), দ্বিতীয়: মোহাম্মদ মাহবুব আলম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), তৃতীয়: সুলক্ষণা শ্যামা নাথ, রাজশাহী কলেজ (চারটি লেটার), চতুর্থ: আ. ব. ম. হাসানুজ্জামান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), পঞ্চম: মোহাম্মদ শামসুল আবেদীন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (তিনটি লেটার) ও মোহাম্মদ শাহনূর আলম খান, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), ষষ্ঠ: মোহাম্মদ সাদ খান, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), সপ্তম: খন্দকার ওমর আনোয়ার, রংপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), অষ্টম: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, রাজশাহী কলেজ (চারটি লেটার) ও মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ রংপুর কারমাইকেল কলেজ (চারটি লেটার), নবম: মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), দশম: আই কে এম মোস্তাহ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (দুটি লেটার)।

যশোর বোর্ড

প্রথম: মোহাম্মদ জিয়া হাসান চৌধুরী, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), দ্বিতীয়: মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) তৃতীয়: মোহাম্মদ হাসান শহীদ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার). চতুর্থ: শাওকত মোহাম্মদ কামরুল হাসান, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), পঞ্চম: হাসান মাহমুদ রেজা, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), ষষ্ঠ: আহমদ ফেরদৌস জাহাঙ্গীর সরকারী এম এম কলেজ (তিনটি লেটার). সপ্তম: মোহা... ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), অষ্টম: এ এস এম তারিকুল ইসলাম, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার), নবম: জি এম জাহাঙ্গীর আলম সরকারী এম এম কলেজ (তিনটি লেটার) ও দশম: কাজী নাফিউল মজিদ সরকারী বি এল কলেজ (তিনটি লেটার)।

জাহিদ হাসান

(১-এর পৃঃ পর)

আওয়ামী লীগের অঙ্গদল কৃষক লীগের সভাপতি জনাব রহমত আলীর ছেলে জাহিদ হাসান গতকাল ফল প্রকাশের পর তাদের সেন্ট্রাল রোডের বাসায় এ কথা জানান। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার বাবা মা উপস্থিত ছিলেন।

এসএসসি সম্মিলিত তালিকাতেও দু' নম্বর নামটি ছিল জাহিদের।

জাহিদ প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে বার ঘন্টা পড়ালেখা করলেও এর এক তৃতীয়াংশ সময় পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। গৃহ শিক্ষকের বদলে জাহিদ কয়েকজন শিক্ষকের বাসায় গিয়ে গ্রুপে কোচিং নিয়েছেন।

'এসো ধূমকেতুর রাজ্যে' নামে জাহিদ হাসানের একটি বই প্রকাশিত হয়।

ফুটবল তার প্রিয় খেলা, আর পছন্দের টীম মোহামেডান।

জাহিদ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী।

দেশেই স্থাপত্যবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী। তানজিনের হবি ছবি আঁকা এবং চিঠি লেখা।

তানজিন

(১-এর পৃঃ পর)

চতুর্থ এবং ছাত্রীদের মাঝে প্রথম হয়েছেন। হলিক্রস কলেজের ছাত্রী তানজিন চারটি বিষয়ে লেটারসহ সর্বমোট ৯১৪ নম্বর পেয়েছেন।

তানজিন নিয়মিতভাবে একজন প্রাইভেট টিউটরের নিকট অংক শিখেছেন। অন্যান্য বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ব্যাচ করে পড়াশুনা করেছেন। তানজিন